দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 02 DEC 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গনে

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

যে জাতি যত বেশী শিক্ষিত সে জাতি তত বেশী উন্নত। সামাজিক কি রাষ্ট্রীয় সকল উন্নয়নের চাবিকাঠি হচ্ছে শিক্ষা। বর্তমান সভ্য সমাজে শিক্ষা ব্যতিরেকে সবকিছু অচল। শিক্ষার আলোকে সুসভ্য জীবন গড়ে তোলা যায়। আর এই শিক্ষা হচ্ছে মানুষের মৌলিক অধিকার। শিক্ষা এবং বুদ্ধির সমন্বয় সাধনই একটি জাতির জীবনে নিয়ে আসতে পারে সার্বিক উন্নয়ন।

আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর। এ নিরক্ষরতার মূলে রয়েছে জনসংখ্যার ভয়াবহ চাপ, শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞতা, শিক্ষাদানে অভিভাবকের অক্ষমতা, দেশের সার্বিক পরিস্থিতিতে হতাশাগ্রস্ত মানুষের শিক্ষাগ্রহণে অনীহা প্রভৃতি নানাবিধ কারণ। সেহেতু আমাদের দেশে অশিক্ষিতের হার বেশী এবং আমাদের আর্থ-সামাজিক কাঠামো তত বেশী সবল নয়, কাজেই এ প্রতিকূলতা সামলে উঠা আমাদের মতো দরিদ্র দেশের পক্ষে একটু কঠিনই বটে। তাছাড়াও শুধুমাত্র গুটিকয়েক সমস্যাই আমাদের শিক্ষাকে নিম্নমুখী করেনি। এর জন্য দায়ী শিক্ষা সম্পর্কে অসচেতন জনসমাজ, প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা সরঞ্জামের অপর্যাপ্ততা, শিক্ষা পরিচালনায় সুদক্ষ শিক্ষকের অভাব, শিক্ষা পরিকল্পনার অভাব, বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার স্বল্পতা এবং নির্বিশেষে আমাদের শিক্ষিত সমাজ গড়ে তোলার ঐক্য প্রচেষ্টার অভাব। শিক্ষা ক্ষেত্রে এরূপ পরিস্থিতি যেখানে শুধমাত্র নৈরাশ্যকে ক্রমে ক্রমে গ্রাস করছে সেখানে অতি শীঘ্রই কিছু কিছু বাস্তব পরিকল্পনা নেয়ার মাধ্যমে শিক্ষাকে সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌছে দেয়া যেতে পারে। আর সেজন্য সর্ব প্রথমেই প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা একান্ত আবশ্যক। অন্ততঃ একটি সাধারণ মানের শিক্ষা গ্রহণ করা প্রতিটি নাগরিকেরই প্রয়োজন।

শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। এই শাশ্বত সত্যকে সামনে রেখে শিশুকে পরিপূর্ণভাবে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করে তুলবার লক্ষ্যে তাদের শিক্ষাগ্রহণে সুযোগ এনে দিতে হবে। জ্ঞানের আলোক হৃদয়ে প্রবেশ করতে না পারলে মানুষের মন কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। মূর্খ মানুষ নিজের উন্নতি-অবনতি বুঝতে পারে না। তাই শিশু বয়সেই আমাদের ছাত্ররা যেন শিক্ষার সাথে জড়িত থাকে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে বাধ্যতামূলক করা আবশ্যক। উন্নয়নশীল দেশ ডেনমার্ক, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে ছয়-সাত বছর থেকে তেরো-চৌদ্দ বছর পর্যন্ত ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাগ্রহণ বাধ্যতামূলক।

তাদের এ প্রচেষ্টাকে আমরা যদি কাজে লাগাই তাহলে হয়তো প্রতিটি নাগরিককে অন্ততঃ লিখতে শেখানো যেতে পারে।

দেশে প্রায় ৪৪ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। ৮০ লাখের মতো শিশু এসব বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। কিন্তু প্রথম শ্রেণীতে যারা ঢুকে, দেখা যায় তাদের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ পঞ্চম শ্রেণী সম্পূর্ণ করার আগেই বিদ্যালয় ত্যাগ করে। বাকীদের মধ্য থেকেও বিভিন্ন কারণে আরও কিছু ছাত্র বিদ্যালয় ছেড়ে যায়। ফলে পরবর্তীতে তারা পড়তে ও লিখতে ভুলে যায়। আর যারা বিদ্যালয়ে থেকে যায় তাদেরও খুব কম সংখ্যক সাফল্যের সাথে প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গন পার হয়। মাধ্যমিক স্তরে গিয়েও তাদের এ দুরবস্থার শিকার হতে হয়। যেসব ছাত্র সাফল্যের সাথে প্রাথমিক শিক্ষা পাস করে তাদের অধিকাংশকেই অর্থের অভাবে লেখাপড়া ছাড়তে বাধ্য হয়, কিংবা কর্মসংস্থানে পিতামাতার সাহায্যে লেগে যায়। ফলে দেখা যায়, আমাদের এ বিশাল জনসমষ্টির মাত্র এক-চতুর্থাংশ পড়তে ও লিখতে জানে। অথচ যে কান উন্নয়নশীল দেশের জন্য এ সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। উন্নয়নশীল মহাদেশ ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই শতকরা নব্বই থেকে আটানব্বই জন শিক্ষিত। অথচ আমাদের দেশে শিক্ষিতের হার কি-না মাত্র শতকরা প্রায় ২২ জন। কাজেই দেশকে প্রগতিশীল করবার জন্য দেশের প্রতিটি নাগরিকের শিক্ষার দিকে মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। যদিও প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয়েছে তথাপি নানাবিধ সমস্যার আবর্তে জর্জরিত আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার ভয়াবহ অবনতি ঘটছে। ফলে ভবিষ্যতের নাগরিক আর সুষ্ঠু শিক্ষা লাভে সুযোগ পাচ্ছে না। এ কারণেই শিক্ষার প্রতি শিশুদের বাড়ছে বিতৃষ্ণা, বাড়ছে অপরাধপ্রবণতা; সেই সাথে অভিভাবকদের বাড়ছে শিক্ষার প্রতি অশ্রদ্ধা।

এ অবনতির পথ ঠেকাতে, শিক্ষার অগ্রগতি আনতে হলে আগে চাই স্থান-কাল-পাত্র ভেদে উপযুক্ত পরিকল্পনা এবং সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী চাই সঠিক কার্যক্রম। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হলে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়ে নিজেরাই শিক্ষা ক্ষেত্রে এগিয়ে আসবে। আর এভাবে আমরা যদি প্রতিটি শিশুকে বাধ্যতামূলক শিক্ষা দান করতে পারি তাহলে সে দিনটি হয়তো বেশী দূরে নয় যেদিন কাগজে-কলমে দেশের প্রতিটি নাগরিক শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে।

—নাইমা খানম রিউটি